সেই যে আমার নানা রঙ্গের দিনগুলো

কনস্‌তানসার শেষ বিদায়

মমতা চৌধুরী

সময়ের রথে চক্ষের পলকে যেন চলে গেল একটা বছর। গত বসন্তের প্রথম দিন ঘরে ফিরছিলাম কনস্‌তানসাকে শেষ বিদায় জানিয়ে। রমযানের দ্বিতীয়ার চাঁদ তার নির্মলতার নির্যাসে আমার ক্লান্ত মনের উপর বুলিয়ে দিল এক পলক প্রশান্তির ধারা - যা আমার নিজের ভিতর নিজেকে নিমজ্জিত করছিল মাটির মায়ার। বড় সুন্দর মনে হলো বসন্তের প্রথমদিনের গোধুলিকে - যার মায়ার বাঁধনে কনস্‌তানসার ছিয়াশি বছর কেটে গেছে। এই আবির মাখা সন্ধ্যার মায়াবি হাতছানি কাটিয়ে আজ সে

চির নিদ্রায় শায়িত - গিলবার্ট রোডের ছায়া ঘেরা কবরস্হানে। ইউক্যালিপটাসের ঝিরিঝিরি পাতার আঁচল সরিয়ে আর ক'দিনের মাঝেই পূর্ণ চাঁদ তার চাদিনীর আঁচল বিছিয়ে দিবে পরম মমতায় ঐ নীরব বসতীতে - যেখানে পার্থিব সকল বাঁধন ছেড়ে আরো শত সহস্র জনের পাশে কনস্‌তানসারও ঠাঁই হয়েছে এক ছোট ঘরে। দিনে দিনে মাটির প্রতিমা মাটি হয়ে মিশে যাবে এই ধরনীতে।

যতদিন কনস্‌তানসা এই পৃথিবীতে ছিলেন আমি তাকে চিনতাম না - আর যেদিন উনি চলে গেলেন এই ধরনী ছেড়ে চলে গেলেন আমার পরিচয় তার সাথে সেই অবেলায়। প্রাণময় কনস্‌তানসাকে আমি দেখিনি - তবে আজ বিকেলে পৃথিবীর শেষ আলোয় কনস্‌তানসার মুখটা বড় প্রশান্ত দেখাচ্ছিল। কনস্‌তানসা ছিলেন একজন মা। আনিসুর রহমানের স্ত্রী, অরেলিয়ার মা। কনস্‌তানসা একজন দিদিমা - ষ্টেলা আর প্রিয়'র। রুমানিয়ান কন্যা কনস্‌তানসা ১৯২২ সালের অগাষ্টে বাবা মার কোল জুড়ে এসেছিলেন এই পৃথিবীর মাটির ঘরে। তারপর থেকে নব নব চেতনায়, বাসনায়, আকাঙ্খায় তন্বী তরুনী কনস্‌তানসা স্বপ্ন দেখেছেন নিজের ঘরের। তার স্বপ্নকে সত্য করে পাড়ি দিয়েছেন এই জীবনের অনেকটা পথ। অংকের হিসেবে ৮৬ বছর হয়তবা বেশ বড় - অথচ অনুভবে মনে হয় তা যেন এক পলক - এক লহমায় শেষ। টুকটুকে লাল জামা আর গোলাপি রিবনে কোকড়া চুল বাধা ছোট্ট মেয়েটা, কিশোরির ঔৎসক্য আর চপলতা হারিয়ে কখন যে তরুনী হয়ে উঠেছে - লাজ নম্র ব্রীড়ায় তার কোমল সৌন্দর্য হয়েছে থির কমল, তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। ব্যালে থিয়েটারে কাজ করতে করতে পরিচয় হয় এক যুবার সাথে। পরিচয় থেকে পরিনয়। তারপর সংসার, স্বামী, সন্তান - দিন ফুরিয়েছে রাতের আধারে, আবার নূতন দিনের কর্মচাঞ্চল্যে মাস হারিয়েছে বছরের গহ্বরে।

পূর্ব ইউরোপের শীতল আবহাওয়া থেকে এক সময় একমাত্র কন্যা সন্তানের সাথে এই লাল মাটির দেশে আগমন । এর উষ্ণ আবহাওয়ায় কেটে গেল তার আরো বহু ক'টা বছর ষ্টেলা আর প্রিয়'র গভীর মায়ার বাঁধনে। এই সুন্দর দুজন পৌত্র পৌত্রির সান্নিধ্যে কনস্‌তানসার স্মৃতি রোমান্থনে যেন ফিরে পেত তার কৈশর, শৈশবের দিনগুলো। অরেলিয়া ভালবাসা আর দায়িত্বে ছিল সবসময় এক লক্ষ্মীমেয়ে। মা`র সামান্যতম প্রয়োজনও তার দৃষ্টি এড়াতো না মূহুর্তের জন্য।

তবুও যখন ওপাড়ের ডাক এলো - বড় নিঃশব্দে, বড় একাকি পাড়ি দিলেন শেষ খেয়ায়। হয়ত এই ভাল - প্রাণ প্রিয় ষ্টেলা আর প্রিয়কে কি পারতেন তিনি শেষ বিদায় চুম্বন জানাতে! ওদের হৃদয়ের আকুতি এড়াতে পারবেন না বলেই চুপিচুপি কাটলেন মায়ার বাঁধন। অরেলিয়া, আনিস, ষ্টেলা আর প্রিয়র মুখচ্ছবি নিশ্চয়ই ছিল তার আঁখির শেষ আলোয়। মনে মনে তিনি নিশ্চয়ই নাম ধরে ডেকেছেন তার প্রিয়জনদের। তবুও ত যেতে হবে, জানতেন তিনি - এ যে এক অমোঘ আহ্বান, সাধ্যি কি আছে কারো একে এড়াতে। এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সার্টেনটি। মৃত্যু, সে ত মৃত্যঞ্জয়ি সত্য। এবার শুধু অনন্তের পথে ভ্রমন - যে ছায়াপথ থেকে এসেছিলেন এই মাটির ঘরে ক'দিনের তরে, হাসি গান দুঃখ সুখের দোলায় ছোট ছোট ঢেউ হয়ে দুলেছিলেন এই সময়ের মহাসমুদ্রে, যে চাঁদের আলোর চন্দ্রিমা মেখে একদিন নববধূ হয়ে এসেছিলেন এক তরুন যুবার বাহু বন্ধনে - তার পর কত পথ, কত দেশ - এবার সবকিছুর বাঁধন ছিড়ে অসীমের পথে পাখা মেলে ধরা শুধু।

যেদিন শুনেছি কনস্তানসার মৃত্যু সংবাদ - আমার কষ্ট হয়েছে - মনে হয়েছে নিজেরই যেন আত্মীয় বিয়োগ হলো। আনিস ভাই আর অরেলিয়া বন্ধুসম, প্রায়ই দেখা হয়, মত বিনিময় হয়। অরেলিয়া জন্মগত ভাবে বাংগালি না হলেও আমাদের বাঙ্গালি কালচারে অভ্যস্ত। উনার শান্ত সাহচার্য সবসময়ই আমার ভাল লাগে। অরেলিয়ার মাতৃহারা হওয়ার সংবাদে সমবেদনা জানানোর জন্য দিনের অনেক কাজ স্হগিত রেখেই যখন এসে পৌছুলাম গিলবার্ট রোডের ছায়া ঘেরা ফিউনারাল হোমের আঙ্গিনায়, তখন মাত্র শুরু হয়েছে শেষ প্রার্থনা। মাটির তৈরি পুতুল আমরা, মাটিই যে হবে আমাদের শেষ আশ্রয়, কবরস্হানে আসলে তা যেন গভীর ভাবে অনুভর করা যায়। বেশ অনেকটা সময় চললো এই প্রার্থনা এবং তার মাঝে মাঝে সুর করে প্রার্থনা সংগীত। কমিনিটির অনেকেই এসেছিলেন অরেলিয়া আর আনিসকে সমবেদনা জানাতে। প্রার্থনার শেষে ষ্টেলা আর প্রিয় তাদের 'বুনিকা'কে (দাদি) ভালবাসার শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালো। স্টেলা যখন বলছিল 'আজ বসন্তের প্রথম দিন, অথচ বুনিকা তুমি লম্বা শীত পাড়ি দিয়ে এই আলোঝড়া দিনে চলে গেলে। জানলেনা তোমার জন্য আমাদের কত ভালবাসা ছিল এই বসন্তে। অন্য সব বসন্তে আমি চুলে ফুল পড়ি - কখনবা তোমার চুলেও গুজে দিয়েছি বসন্তের সুরভিত প্রথম ফুল। আজ আমি চুলে ফুল পড়িনি - ফুলের কোমল পাপড়ি গুলো ছড়িয়ে দিলাম তোমার পায়ে আমাদের ভালবাসার শেষ অর্ঘ করে। যদিও তুমি পাড়ি দিয়েছো অনন্তের পাথে - তোমার স্মৃতি থাকবে আমাদের ঘিরে। - - ' প্রিয় তার প্রাণের ভাষায় প্রাণের কথাই বলল শেষবার তার প্রিয় বুনিকাকে 'তোমার আদরের ছায়ায় বড় হয়েছি আমি, আমার জন্য তোমার আদর আফুরন্ত আমি তা জানতাম। তুমি সবসময় আমার প্রিয় খাবার এনে রাখতে আমার জন্য - তোমায় ছাড়া আমি দিশেহারা, devastated! বুনিকা তুমি চলে গেছো আমায় ছেড়ে - তবুও আমি তোমায় ভালবাসবো'। ষ্টেলা ও প্রিয়র ভালবাসা আর শ্রদ্ধাঞ্জলির ভাষনে উপস্হিত সবার নয়ন অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিলো। সবাই যেন কনস্তানসার এই বিদায়ের সাথে সাথে স্মরণ করে তাদের চিরতরে হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনদের স্মৃতি। তারপর পৃথিবীর শেষ পথ টুকু পাড়ি দিয়ে কনস্তানসা পৌছে গেল তার মাটির ঘরে। তার পিছনে পিছনে আত্মীয় বন্ধু সজনেরা। একে একে সবাই একটা গোলাপি গোলাপ, এক মুঠো পাপড়ি আর এক মুঠো ধুলোর আবরনে আভরনে কনস্তানসাকে শেষ বিদায় জানায়।

কনস্তানসাকে বিদায় জানিয়ে অরেলিয়া আর আনিসভাই এর অনুরোধে সবাই ওদের বাসায় গেলেন চায়ের জন্য। প্রচুর খাবারের আয়োজন ছিল। অরেলিয়াকে বিদায় জানিয়ে ফিরছিলাম যখন, মনে হলো বিধাতার বিধান বড় নিষ্ঠুর। কেন যেতে হয় এই পৃথিবী ছেড়ে! প্রিয় জনদের সান্নিধ্য কখনই

প্রর্যাপ্ত না - তা ৫০, ৮৭, কিংবা ১০৫ বছর যা ই হোক না কেন! অরেলিয়া একজন সার্থক সন্তান, মা`র জীবনের শেষ দিনগুলোতে তার সেবা যত্ন করতে পেরেছে - আমাদের অনেকেই এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত - স্হান, সময় কিংবা পরিকল্পনার অসংকুলনতার জন্য।

নির্মল আকাশের ঘন শ্যাম আধারিতে যখন ড্রাইভ করছিলাম বাড়ীর পথে, আবারও আনুভর করছিলাম এক সুক্ষ্ম হৃদ্যতা - প্রবাসি সব ভাইবোনদের জন্য। আমরা যেন এক বিরাট পরিবারের সদস্য সবাই। এখানে আমাদের হয়ত দেখা হয়না প্রত্যহ, হয়তবা কথায় কথায় অনেক অকথাও হয়, কখনো বা দলাদলি, রেশারেশী আরো কত কি! অথচ আনন্দও হয়। ভালো লাগে আমাদেরি মাঝে কারো সাফল্যে, গর্বিত হই আমাদের কারো ভাল কিছু অর্জনে, ব্যথিত হই আমাদেরি কারো প্রিয়জন হারানোর বেদনায়। এভাবেই একই সুখ দুঃখের দোলায় দুলে দুলে ভেসে যাচ্ছে আমার নানা রঙ্গের দিনগুলো এই পাথুরে মাটির দেশে। বিশ্বাস করতে ভাল লাগে এই পাথরের মাঝেই লুকানো আছে ফল্গুধারা - যে ধারায় উজ্জিবিত হয়ে, প্রসারিত হয় আমার বাংলামায়ের সন্তানেরা, দেশে দেশে, দক্ষিনায়নের ঘরকন্নায় আর সময়ের আবর্তে।

Happy Ramadan
১লা সেপ্টেম্বর, ২০০৯